রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুলাই ২২, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৫ শ্রাবণ ১৪২৭/২০ জুলাই ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.১৪৭—বরেণ্য সংগীতশিল্পী জনাব এন্ড্রু কিশোর গত ০৬ জুলাই ২০২০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

২। জনাব এন্ড্রু কিশোরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৯ আষাঢ় ১৪২৭/১৩ জুলাই ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ২৯ আষাঢ় ১৪২৭ / ১৩ জুলাই ২০২০

বরেণ্য সংগীতশিল্পী জনাব এন্ড্রু কিশোর গত ০৬ জুলাই ২০২০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

এন্ড্রু কিশোর ১৯৫৫ সালে রাজশাহী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। সংগীতজ্ঞ জনাব আবদুল আজিজ-এর পরিচর্যায় শুরু হয় তাঁর সংগীতচর্চা। অনন্য কণ্ঠবৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, প্রতিভাধর এই কণ্ঠশিল্পী রাজশাহী রেডিওতে তালিকাভুক্ত শিল্পী হিসাবে গণমাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন। অতঃপর ১৯৭৭ সালে প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসাবে প্রথম তিনি কণ্ঠদান করেন 'মেইল ট্রেন' চলচ্চিত্রে।

মন্দ্রকণ্ঠের অধিকারী জনাব এন্ড্রু কিশোর সংগীতজীবনের সূচনালগ্নেই অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে দেশের সংগীতজগতে স্বীয় অবস্থান সুসংহত করেন। তিনি তাঁর অসাধারণ সুললিত কণ্ঠস্বর, কণ্ঠশৈলী ও গায়কীতে দেশের চলচ্চিত্রে নেপথ্যসংগীতে লঘু ও মিশ্র-ধ্রুপদিসহ বহুমাত্রিক সংগীতধারায় গান গেয়ে গেছেন। সুদীর্ঘ চার দশকের সফল সংগীতজীবনে এন্ড্রু কিশোর রেখে গেছেন তাঁর গাওয়া অসংখ্য কালজয়ী গান। সমৃদ্ধ করে গেছেন দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গন। অজস্র জনপ্রিয় গানের এই গুণী কণ্ঠশিল্পী সাধারণ্যে আখ্যায়িত হয়েছেন 'প্লেব্যাক সম্রাট' হিসাবে, সমাদৃত হয়েছেন দেশের সকল সংগীতপ্রিয় মানুষের নিকট।

দেশের অন্যতম জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী এন্ড্রু কিশোরের গাওয়া উল্লেখযোগ্য বহুল জনপ্রিয় গানের মধ্যে রয়েছে— 'হায় রে মানুষ রঙিন ফানুস', 'ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে', 'আমার সারা দেহ খেয়ো গো মাটি', 'চাঁদের সাথে আমি দেব না তোমার তুলনা', 'জীবনের গল্প, আছে বাকি অল্প', 'সবাই তো ভালোবাসা চায়', 'ভালো আছি ভালো থেকো', 'ভেঙেছে পিঞ্জর মেলেছে ডানা', 'ভালোবেসে গেলাম শুধু ভালোবাসা পেলাম না', 'তুমি আমার কত চেনা', 'তুমি মোর জীবনের ভাবনা', 'এইখানে দুইজনে নির্জনে' ইত্যাদি।

জনাব এন্ড্রু কিশোর আটবার 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার' এবং পাঁচবার 'বাচসাস' পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন।

ব্যক্তিজীবনে এন্ড্রু কিশোর ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল, বিনয়ী, পরোপকারী ও বন্ধুবৎসল একজন মানুষ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। চিকিৎসা চলাকালে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁকে উন্নততর চিকিৎসার জন্য সহায়তা প্রদান করেন।

জনাব এন্ড্রু কিশোরের মৃত্যুতে দেশের সংগীতজগত ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা। জাতি এক নিবেদিতপ্রাণ মহান কণ্ঠশিল্পীকে হারাল।

মন্ত্রিসভা জনাব এন্ড্রু কিশোরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে। মন্ত্রিসভা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতিও গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd